নো ম্যানস জোন পেরিয়ে

নো ম্যানস জোন পেরিয়ে

আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

মন জোগাতে নয়, মন জাগাতে
শুদ্ধস্বর ২০১২

নো ম্যানস জোন পেরিয়ে । আবু সাঈদ ওবায়দুল্লাহ

© লেখক

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রকাশক শুদ্ধস্বর
৯০-৯১ আজিজ সুপার মার্কেট (৩য় তলা), শাহবাগ, ঢাকা
৯৬৬৬২৪৭, ০১৭১৬৫২৫৯৩৯
shuddhashar@gmail.com
www.shuddhashar.com

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ শিবু কুমার শীল

মূল্য ১০০ টাকা

ISBN 978-984-90029-5-6

No Mans Zone Periye by Abu Sayeed Obaidullah. A publication of Shuddhashar
First published in February 2012

Price ৳ 100 $ 2 £ 2

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কাজী নজরুল ইসলাম
জীবনানন্দ দাশ

—অমরতার গ্রামে আমি কোন পড়শি!

নো-ম্যানস জোন পেরিয়ে

চিঠিভূমি ১১
আয়না ১২
আলিঙ্গন ১৩
তুমি আর কাঁপছ না, হে শব ১৪
কফিনের পাশে ১৫
যৌথ ১৬
ফেরিওয়ালা ১৭
বিছানা ১৮
শহীদ ১৯
সাইক্লিস্ট ২০
সাধক ২১
দেয়ালের পাশে ২২
প্রেমিক ২৩
আড়াল ২৪
দরোজাপুঞ্জ ২৫
মাহুতের ভেতর ২৬
ভাই ২৭
মাকে নিয়ে দুটি ২৮
খামারবাড়ি ৩০
ঈশমাইলের মন ৩১
পানি পাহারাদার ৩২
শিমার ৩৩
ভাষাগাছ ৩৪
রাতভঙ্গি ৩৫
বল ৩৬
রিস্টওয়াচ ৩৭

হাওয়ার সরীসৃপ

৩৯ স্নোয়ী মাউন্টেনের কাছে
৪০ টাওয়ার
৪১ মিউজিক পার্টি
৪২ ব্রিজের ওপরে
৪৩ ছাতার নিচে ১
৪৪ ছাতার নিচে ২
৪৫ মঞ্চ
৪৬ কাঠবিড়ালির পা
৪৭ গাছেধরা সবুজ
৪৮ না-জন্মানো সন্তানকে
৪৯ স্বপ্ন
৫০ চাদরাশ্রয়ী নিঃস্ব ১
৫১ চাদরাশ্রয়ী নিঃস্ব ২
৫২ গাড়ি
৫৩ গাড়ির পাশে
৫৪ পঙ্‌ক্তির আগুন
৫৫ মাছধরা
৫৬ ময়ূর
৫৭ সম্পর্ক
৫৮ প্যাপিরাস
৫৯ শাদা কাগজ
৬০ লাল বিল্ডিং
৬১ ছায়া
৬২ রিকশা
৬৩ দা রুম গেম
৬৪ হাওয়ার সরীসৃপ

নো
ম্যানস
জোন
পেরিয়ে

চিঠিভূমি

চিঠি লেখার পাতাভরে পুতুলঘর গরুগাড়ি ধূলিপথ নাম না জানা ছায়াপ্রাচীনের ইচ্ছা। লালনীল রোলটানা জলরাস্তা—ডাকঘরের জানালা ফাঁক করে নিয়ে যায় মেয়েদের স্কুলে। পিটিমাঠে হাত বদল—জ্বলছে শরীর লুকানোর বাসনা! দেখছি কামিজের নিচেও শহীদ হয় ঘরেফেরা রাত্রিতস্কর।

বেহালা বাজানো হরিণের ভাষা—রাতভর অবসর জন্মদান, চিকিৎসাব্যবস্থা এইসব লীলাখেলা শান্ত হয় চিঠিতে। শৈশবের হারিয়ে যাওয়া বলের নামে মাঠে মাঠে শীতনিবাস চাইছি আর লিখছি নিদ্রাকাতর কুয়াশাকবিতা। হলুদ খড়ের দেশে প্রাণগর্ভে বেজে ওঠে আগুনের বেহালা।

জলকাতরতা এই গাছের বাকল প্যাপিরাসে। তাই ভিজে যাচ্ছে সকালের বিছানা শাদাকালো বর্ষায়। আর নুয়ে পড়া বালিহাঁস পুকুরঘাটে গ্রামে ফেরার কথা ভাবছে। শিশুকোলে বাতাসে দাঁড়ানো তুমি—শরীর খুলে পথ দেখাও এই চিঠিভূমিতে।

আয়না

বহুব্যবহৃত কাচখণ্ডে মুখ দেখছি। বিবর্তনবাদীদের কথা
সত্য হয়ে ঝুলে পড়ছে চিড়িয়াখানায় বানরের লেজে।
চোখে মুখে হারানো নগর জনপথ আগুনের চিহ্ন
গলে পড়ছে হিমশৈল লাখো শিকারির ধনুবর্গ।
নো ম্যানস জোন পেরিয়ে তুমি আমি হাঁটছি
পেছনে শিশুদের লাইন, শূন্য থালার বিউগল
পৃথিবীর এই আশ্চর্য সময়খেলা ইতিহাসের ঈর্ষা
সবকিছু পাহাড়িপথে সাপ হয়ে নামছে।

অন্ধ হলে না হয় পয়সা ব্যবসা, দাঁড়িয়ে পড়া সূর্যের কাছে
আলোইশারা—সাপের ভাষা চাইতাম।
কিন্তু এখন দুচোখ ভরে নেমে পড়েছে বিবর্তনের রক্ত।
পথে পথে ভূমিযুদ্ধ দখলকাতরতা
জনমাথায় বাজপাখি পিঞ্জর হয়ে নামছে।
সন্ধ্যার আলোয় ধুলোপড়া এই একখণ্ড কাচে
মৃত্যুদণ্ড নিয়ে হেসে ওঠে তোমার আমার ভবিষ্যৎ ।

আলিঙ্গন

নিরপরাধ আলিঙ্গনের কাছে পরিত্রাণ চাইছি।
পিঠভরে নেমে এসেছে রাত্রিভাষা নিশাচর ছায়া
পাথরচাপা হৃৎপিণ্ডে জলসত্র ঘুলঘুলির কবুতর।
ভুলে যাওয়া মনোবদল আজ কতো সহজ
দেহের পালঙ্ক ধরে উঠছে শীতকালীন সংসার
উম নির্ভরতা।

এই প্রথম খোলামাঠ থেকে উড়ে এলো ছেলেদের ঘুড়ি
আর দৌড়ে গেলো মহিষেরা সবুজের সন্ধানে মাটির প্রদীপে।
ভাবি—ফুলে ওঠা বুকের নিচে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড কত ভাষা দেয়
নাম না জানা উপত্যকা আবিষ্কার আর শিরিষের ডাল ধরে
আসছে সকালের পাখি—তার ঠোঁটে সূর্য ধরার প্রথম স্পর্শ।

রাতভোরে ইস্পাতের খাটে
সংঘ পরিসীমায় আলিঙ্গনের মায়া বাঁশি হয়ে বাজে।
লুটিয়ে পড়া এই সংগীত আজ কোন দেশ অতিক্রম
সাঁকো পার হওয়া ক্রলিং-অভিযান শেখাবে।
যে বুক ধরে ভরসা চাইছি সেও একদিন
সিংহাসনের খেলা, তরবারির নিচে শিশুদের
শুয়ে পড়া দেখছে। দেখছে আলিঙ্গনের নাম করে
কেউ শহীদ হয়ে পড়ছে!

তুমি আর কাঁপছ না, হে শব

দলবেঁধে চলে গেছে ক্লান্ত হাটুরে গাভিদের দল
উত্থিত ধর্মনেশা শেষ হয় সীমানা দখলে।
মাঠের পাশে ফেলে যাওয়া আমের খোসা, রাংতা
ডুবে আছে মেয়েদের বাহুবন্ধন
বাঁশপাতার ভালোবাসা সকালের গাঙে।
তুমি আর কাঁপছ না, হে শব!

চুল উড়ছে বাতাসে
ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা কেমন স্থিরতা লাগায় বানরের সভ্যতায়।
দূরে দেহসংগীতের রাত বিছানাভরে ধরে রাখে কার স্নেহপ্রবণতা!
ভাবি এই অপেক্ষাও একদিন শেষ হবে-
জলদেশে মাঝির বিশ্বাসে।
তোমাকে শেষ করে জলবাতাসে লাগাই কচুপাতার লাবণ্যবিস্ময়!
আর এই শেষ কাপড়ে বানাই রান্নাবান্নার আগুন।
দেখি এই মাটিউর্বরতা—মেয়েদের জামা ধরে ঢুকে
পড়ে সন্তানের মায়ায়।

তুমি আর কাঁপছ না, হে শব!

কফিনের পাশে

দেহমুক্তির পতাকা ওড়ে সীমান্ত ছাড়িয়ে
চেনা জানা গ্রামগঞ্জ আকাশের বাইরে
সাতসকালে কলকাকলি বুক ভরে অন্যজনে
পাতাপড়া রৌদ্রকাঁথা ফিরে ফিরে দেখা।

বন্ধু বলে যা আছে—ফুলের আসরে এপিটাফে
যারা হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখে নুয়ানো কপাল
শান্ত নদীর পার চিন্তাখেলা সঙ্গলিপ্সা লুসিফার
তাদেরও ঠিকানা হবে
ঘাসের সবুজে অনির্দেশ্যতায়।

শুধু যে প্রতীক্ষা করে মঞ্চের পাশে শেষ সিটে
সেও হাড় গুনে গুনে পারাপার চায়। চায় কণ্ঠনালী
জামার প্রাণ স্পর্শের পৌনঃপুনিকতা।
না বলা কথা না তাকিয়ে দেখা—বরফ বাক্স থেকে
উঠে আসা না দেখা ছায়া।
সবই কেমন তলিয়ে যায় মঞ্চে
ধাতবের খেলায়।

যৌথ

পোশাক পোশাকের জানালা খুলে
আসছে রাস্তা—পরদেশের ভূগোল।
লালনীল উলুবনে মিহি সুতোর আড়ালে
ছেলেখেলার রঙধনু বাজিমাৎ।
কাছে আছে যে জলভোগে—নদীর পৌরহিত্যে
সেও জানে দূরদেশে বৈঠার কৌশল।
ছেলেমেয়েদের ভাষা ধরে পঙ্ক্তির ছায়ায়
গা মেলে ধরছে আচমকা বাতাসে।

আসছে কেরোসিন বাতির ইশারা
জানালা খুলে বাগানের জাতফুল
পথের প্রাণ গ্রহণ করে কেউ বিবাহবিচ্ছেদে ।
পৃথিবীর শুরুতে বিশ্বাসের বিছানা
ছিন্ন করে দেবে কেউ সর্পভূমিকায়।
পোশাকের হাত ধরে গোলাপরেশমে
তুমি আলিঙ্গনের মিছিলে দাঁড়াও

সকালের জানালা ধরে আসছে যৌথ।

ফেরিওয়ালা

ভাষা বানিয়ে ফেরি করছি
রেলস্টেশন দোকানের আলোয়।
সামনে সাপখেলা
ভূমিযুদ্ধ সৈন্য সিপাহিদের।
ঘাড় থেকে পিঠ আলাদা করে
ঘুরিয়ে এনেছি ঘাসে।
ঘাসে ঘাসে দোল খায় ছিঁড়ে যাওয়া প্রাণ
আলিঙ্গন প্রবণতা,
কেউ যদি দরোজা খোলে এই ভাষাবাণিজ্যে।

পিয়ানোর নিদ্রা বদল করে চলে গেছে
আইবুড়ো মেয়েদের দল
বাহিরে দাঁড়ানো প্রজাপতির সংঘ জানে-
তাদের শরীরে কেন এত বিনিময় কাতরতা!
কেন শুধু হাতের ইশারায় খুলে পড়ে
কাপড়ের দেয়াল—দেহের সবুজ!

মেঘসহিসের হাত ধরে নেমে আসে
বৃষ্টিঘোড়াদের দল
তাদের সাথে সম্পর্ক কেমন ভাষাবাহিত!
অপেক্ষমান হত্যাকাতরতা দোল খায়
শিকারিদের স্বপ্নে।
জঙ্গল পুড়িয়ে কে শেখে
সাপ আর নেউলের ভাষাকলহ।

বিছানা

দাঁড়ানো সূর্যের রঙ বন্ধ করে দেবে
বাড়ন্ত ছেলেরা। পথে তাড়াহুড়া
পথে ঘোড়া দৌড়ানোর ছবি ডিগবাজি
পায়ে পায়ে পেঁচিয়ে আসছে অপেক্ষা।

বিছানায় কর্মমুনি
গুণছে উত্থান পতনের অংক
সূর্যের তাপগন্ধে মেতে উঠেছে মোহময় স্ত্রীকায়া।
হরিদ্রা পাতামুক্তি সবুজে
ঠিক একটা গোল ফলের বেশে
বংশের বল্কলে ঢুকে যায় শক্ত মাটি ধোঁয়াশা।

হেলে পড়া সিংহাসনে পরলোকের ছায়া
তবুও সীমানা অতিক্রম তবুও দেহ ধরে
বয়স অপহরণ।
অপেক্ষমাণ ছেলেদের মায়াকান্না-
শোনা যায় দরোজার কাছে।
মায়ের এই মৃগয়া
ছিনিয়ে আনবে পৃথিবীর ভাষা।

শহীদ

যে বেদনায় দেহমন অগ্নিশলাকা বল্লমের ধার
যার রঙ মেখে রাস্তাঘাট পড়শির সাক্ষাৎ
সেইখানে জন্ম হয় দ্রাক্ষাকুঞ্জ অজানা পৃথিবীর।
জন্ম হয় বাতাসের ঘোড়া ভূমিহীনের দেশ
সেইখানে সব কিছুই আগন্তুক সব কিছুই
বিষ্ঠাভরা কৃমিখাদ্য, মাটি পারত্রিক।

যে সাধনায় এই প্রীতি জন্মান্তরের মোহ
ছিন্নভিন্ন চোখমুখ, হাত পা গলা নুয়ে পড়া দেহ
এই বেশভূষা ভাষালিপি নির্বাসনের ছায়া
সেইখানে আশ্রয় করে চিরকালীন সময়।
সেইখানে বাল্যস্মৃতি পালাবদলের জিন
সেইখানে তুমি ফোটাও নামহীন গোলাপের ভিড়।

সাইক্লিস্ট

যে মুগ্ধতায় ঋতু আর ঋতুহীনতায় বিচরণ
নীচে পেডেলের ট্রেন ইস্পাতের আলোড়ন
আলোঅন্ধকারে লালনীল মায়াবী ঘূর্ণন।

যে টানে পা থেকে মাথা বেয়ে রক্ত ঘাম
পেশির মর্মর। সেই টানে আরোহীর বিবর্তন
রাস্তাঘাট চুল্লি লাল তায়ে রুটির চত্বর।

ঘুমে ঘুমহীনতায় উড়ালের আকর্ষণ
একা একা সীমানা সীমান্ত ছিঁড়ে শূন্যে শূন্যে
মেঘডোবা গোলপৃথিবী মৃত্যুচিন্তাই আবর্তন।

সাধক

যে সাধনে পোড়ে দেহ তার সংজ্ঞা না জানি
শূন্যতাদুষ্ট মন—উড়ে যায় কোন জাতহীন সংঘে
গাছ লাগাই ফলন করি জমি আর জন্মে
তবু জোড়া না লাগে তবু কলহে থাকে বংশলতিকা।

যখন মাথা থেকে বিচ্ছিন্ন এই ললিত সংসার
নিরালায় বাজে ডুগডুগি ঘোরে আশা ধোঁয়াশা
উড়ছে থাকা না থাকা—গন্ধকুসুমের পাতা
মাথা থেকে পা পর্যন্ত তোমাকে না চিনি।

ভাঙা শানকি মাটির থালা কতো পৃথক করে
জলশাকান্ন এই ক্ষুধাবৃত্তি মরণ পিপাসা
কার মূলকে বার্তা পাঠায় ঠিকানাবিহীন রাস্তায়?
আর যে ঘুমায় মাথার কাছে অতি নিকটে
তার শরীরেও জন্মে—চেনা অচেনার বিস্ময়!
চাদর সরিয়ে তাকে নিই—এই শক্তি না পাই।

দেয়ালের পাশে

ঈশ্বরপ্রবণতার কাছে গুলির খোসা সিপাহিদের ঘোড়া এসব অতিজীবীদের যাদুঘর সিঁড়ি পাসপোর্ট, সীমান্ত ঠিকানা। হাঁটু গেড়ে বসে আছে যারা—তারা ঠাহর করে দেখছে সেতু পার হওয়ার কৌশল। বিনা পানিতে কতদূর হাঁটা যায় কাকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এইসব। ঘেমে ওঠা পোশাকের নিচে বসে আছি অহেতুক। ভাবছি বিড়ালের মাছটা কত দূর যায়—কার কাছে নদী দেখার সাধ পায়চারি করে।

আবার নদীশিষ্টাচার বলতে আর কিছুই বাকি নেই কারণ হা করে আছে অপেক্ষার দুপুর তালতমাল বাড়ি, অস্থির প্রতিবেশী। মুখ খোলা করে ধরা যাবে আহারের প্রাণ এত রাতে—তাও ভাবা মুশকিল। শুধু বাতাসের রঙ মোজাইক করা মেঘের ছাদে ঘরের মেঝেতে শুয়ে।

আর বিছানাপরিচয় এত সরল নয় যে ঘুমানোর চিন্তা করা যাবে। তার চেয়ে শাদা কাপড়ে—দেয়ালের ওপরে একটি ছায়া এসে হাত বুলোয়। ছদ্মবেশ থাকলে না হয় বলা যেত পারাপার করে দেওয়ার মিথ্যাভাষা, অনুরোধ। কারণ নীচু হয়ে যাওয়া ঈশ্বরপ্রবণতার কাছে গুলির খোসা সিপাহিদের ঘোড়া এইসব অতিজীবীদের যাদুঘর সিঁড়ি পাসপোর্ট সীমান্ত ঠিকানা...

প্রেমিক

যারা বিশ্বাস করছে যারা নুয়ে পড়ছে পাথরের কাছে রক্ত নিবেদন করছে—ঘাসে যারা শুয়ে আছে মুখ বদল করছে যারা রাত জেগে পাখি তাড়াচ্ছে—তাদের শরীরে বেড়ালের ভাষা তাদের আলোআশা কলিজার রঙ তাদের ঘোড়দৌড়ের কাহিনি পাহাড় পর্বত অতিক্রম ছেলেমেয়েদের রক্ত হরণ। তাদের গুম হয়ে যাওয়া তাদের গাছগাছালি প্রেম তাদের স্বপ্নবাগান আরোহণ।

যারা বিশ্বাস করছে তাদের নিঃসঙ্গ সরবতা—ঘরবাড়ি পরিত্যাগ দখল তাদের ইস্পাতের ব্যবহার শূন্যস্থান ভালোবাসা বাণিজ্য আবরণ। তারা ঘুমায় মাটি বিছানায় তাদের সদা আহারের চোখ ঘরবাড়ি নারীঅধিগ্রহণ। যারা বিশ্বাস করছে তাদের নিখিল মনোনিবেশ তাদের হত্যাপরিকল্পনা তাদের দুহাত অবলম্বন। আকাশে আকাশে দালানকোঠা নির্মাণ তাদের ভ্রাতৃগ্রহণে ঘৃণা—তাদের মাথায় ভরা অন্ধকারের রঙ।

আড়াল

গৃহহীনতার আড়াল নিয়ে মহাকাশ দেখছি
ঝুঁকেপড়া বালিহাঁস তার গুত্তা খাওয়া শরীরের বিজ্ঞান
একলা আড়াল মাছ ধরার প্রতিভা নিয়ে কোথায় হারায়!
বাতাসে লেবুপাতার সম্মোহন কারো হাতে
সবুজ পাতার মাংসপ্রীতি ইতিহাস
ছোট করে দিচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা।

উড়ে আসছে যে বনপাতা তার ভোরবেলায়
একটি ট্রেন না পাওয়ার গল্প
লাল স্টেশন ধরে যে চলে যায়—সে দেখে
ঝোপ জঙ্গলে টিনের বায়স্কোপে সাপের ডিগবাজি।
ছোট ছোট মেঘকণা কখন কথা বলে বান্ধবের ভাষায়
টেনিস বলের আদলে বৃষ্টি পড়ে ছেলেদের মাঠে
চিঠি লিখি কলহান্তরিতার কাছে
আবাস নিরাকার দিকে দিকে সেবা করার বাসনা
আলিঙ্গনের তৃপ্তি রূপ নেয় আগুনের লীলালাস্যে।

বাদলের দিন কবে আসে
মেঘবাতাসের পথ ধরে
কবে আসে সবুজের গ্যালাক্সি ফেরিঘাটের বাতাস।
যেভাবে দেশে দেশে লুণ্ঠন পরিহারপ্রবণ কোড ল্যাংগুয়েজ
ভ্রাতৃহিংসা কাকে ভরসা শেখায়—গুলি খাওয়া পাখিপতনে।

দরোজাপুঞ্জ

অপেক্ষায় আছি দাঁড়িয়ে থাকা নিদ্রাঘোড়া
সামনে কাঠগলা মেহগনি মহিলার বিছানা
ঢুকে যাই বাস করার পাগলামিতে।
কাঠ ছাড়িয়ে ভাসছে পিতলের থালা
মাটিপোড়া ছাই মাছআঁশটে নাকে লাগে
কানে লাগে—মেঘে চলা পাখিপটুয়া।
দেহ ফোটে তো ফোটে না
লুটিয়ে পড়ে কোন পিতামহীর সংগীতে।

যে নামে ধান থেকে গলে পড়া শৈশবে
সেও শিখবে শিকড়ভাষা সকালের হাওয়ায়
এই স্মৃতিদংশনমালা ভালো লাগে
তাকে গলায় জড়িয়ে চিঠি লিখি
গুল্মলতা নদীপুস্তকে।
আর প্রাণজাগরণের জল
পারের কাছে দেশ গ্রহণের অনুরোধ করে
তাকে দিই সর্বহারা মানুষের শেষ পেয়ালা
ছল চাতুরির খেলা শেষ হয়
এই গহিন দরোজাপুঞ্জে ।

মাহুতের ভেতর

মাহুতের ভেতর লুকিয়ে থাকে ছেলেরা
যুবনৈশকাল শেষে ফিরিয়ে আনবে জঙ্গলের ধর্মবেশ।
কোমরে ঝুলছে মেয়েদের মালা প্রজাপতি শামুক
এই অসূর্যস্পশ্য দিনে ছেলেরা বাঁধবে
মানুষের ছেঁড়া দেহ লন্ডভন্ড প্রতিবেশীর দেয়াল।

গ্রামপথ বেয়ে চলে যাচ্ছে সকালের দুধওয়ালি
তার শরীরে গাভির প্রথম মা হওয়ার যৌনইশারা।
ভাঙা ব্রিজ দিয়ে উড়ে চলা জনকের শেষ সাইকেল
কী ইশারা দেয় জলের গৌতমে!
মাহুতের ভেতর লুকিয়ে থাকা ছেলেরা
হাতি নিয়ে যাবে জঙ্গলের পারে—সূর্যভ্রমণের কাছাকাছি।

ভাই

ভাইয়ের ভেতর আরো ভাই
আরো সাইকেল পাগলা বৈজুর গানে গান
কাঠের ঘোড়া দুলদুলের সুর
মাথার ভেতর দিয়াশলাই।

ঘুড়ি লাটাই সকালের ছাদ রোদে ছাই
নামছে আকাশ মেঘেমাথায় স্বৈরাচার
বাগাট্টা কোন সিপাহসালার
পথে পথে পাথরসভায়।

ভাইয়ের ভেতর আরো ভাই
আরো সন্ধ্যা দরোজার কাছে ছায়াগাছ
জবার দলে সবুজ ঘাসে বাস থেকে সৌরঘাসে
মাথার ভেতর চিঠি লেখে আরো ভাই।

মাকে নিয়ে দুটি

১
ছোট মেয়েটায় ফলে আছে ফরিদা
হলুদ জামা শাড়ি জরায়ু মধুজন্মদানি
সদা স্বর্ণমুখ আশানদী করুণাময়ী।
কোলে তুলে নেবো আমি বাবা অথবা ছেলে
কথা বলি ঝুমঝুমি পুতুলের ভাষায়।
যাবো দূরে মেলায় আমিরগঞ্জে
পথ ধরে দেখবো রেললাইন ব্রিজ
ছায়ার পোশাকে চলে যায় লাল দালানে
প্রাকৃতিক ছাত্রী প্যানোরমা।

সারা ঘরে বৃষ্টি ধরার আনন্দ
উঠোনে কাপড়ের নিচে ছোট শালিখ পাখি
ঘরেও থাকে মা শালিখের সংসার।
হাতের আগুনে ভাজা ডালস্যুপ রুটি
সকালের আরবি টেক্সটে শাদাসন্ত মেঘ
নৌকা নিয়ে জলবাজারে নামবো আমি।

২
খবরের পর গাড়ি এতো ভারি
সাথে করে টানছি পৃথিবী
বাতাস আর চলে না।
নীচু হয়ে আসছে আকাশের মাথা
শেকলে পড়া পথ পাথফাইন্ডার।
বুকের পাশে শূন্য গহ্বর সীমানা সুড়ঙ্গ
লাফিয়ে পড়ছে দিন দুপুরে-
হৃৎপিণ্ডঘোড়া।

ঘুম তো আর হয় না।
ঢাকার মাটিতে ঘাস থেকে ঘাসে
চলছে ছিন্ন-নাড়ি মাটি রূপান্তরের কাজ।
যে শোয় বিছানা করে তার সঙ্গেও যায়

লাল বল মাঠঘরের ঠিকানা।
এই নিঃস্বকরণের বিকেলবেলায়
ছিটকে পড়ছে কেউ সৌরসংঘে
স্থায়ী অরফেনকুঞ্জে।

খামারবাড়ি

খামারবাড়িতে মন উদ্বেলিত সামাজিক। ফুলে উঠা গাভির উলান দেখে প্রত্ন-কাতরতা জাগে। ফেনায়িত দুগ্ধস্রোতে নদীবিহ্বলতা আর মুখগুলি ডুবে যায় শাদা কুমারীতে। সেই গন্ধে পড়ে থাকা পাখির পালকে খামার মালিকের মায়াবীজ আমিষ গাছ। ভাবি হঠাৎ উড়ে যাওয়া বাবুই পাখি তালতমালে কীরকম অভিযোজন শেখায়!

প্রাকৃতিক সন্তান উৎপাদনের কৌশল দেখে তোমাতে সঞ্চালিত হই। আমাদের ভবিষ্যৎ ভাবনা দোল খায় আগত বিদ্যালয় চিন্তায়। চিঠি লিখি। দুধ উৎপাদনের প্রহরে প্রসারিত হাতমেশিনের কারুকার্যে সকালের কৌমভাষা। ভাবি ম্রিয়মাণ বলদের স্বপ্নসহচরী শ্রমজীবী এই গাভিদল আমাদের কোন মাতৃতান্ত্রিকতা দেয়!

ইশমাইলের মন

১
মাঠে বল খেলছে ইশমাইল
স্কুলছুটি লং হলিডে। পাশে নদীসরলতা পাঠশালা
গাছে গাছে নিঝুম গণিতধারাপাত অনুশীলন।
ইশমাইল জানে একটা গোল দিয়ে ভেঙে দেবে
প্রতিদ্বন্দ্বীর ষড়যন্ত্র—দালানকৌশল।
শাদাকালো সঙ্গী-সাথিরাও আসছে দৌড়াচ্ছে
মাথায় কাঠফাটা রোদ, ঘাসে পেট্রলের গন্ধ
উড়ে চলে গেছে সকালের মেট্রো, উড়োজাহাজ।

দরোজায় দাঁড়িয়ে আমি স্বপ্নকাতর, ভাবছি-
একদিন মাঠ অতিক্রম শেষে
পড়ে যাওয়া এই গ্যালাক্সির ভাষা ইশারা
শিখে নেবে ইশমাইল
নির্বাচিত এই জ্ঞান অভিজ্ঞান—জনসাধারণে।

২
এভাবে আরো আগে—ইশমাইল শুয়ে গেছে তরবারির নিচে
চোখবোঁজা কণ্ঠ উন্মুক্ত—বাবা তরবারি চালাও তুমি তো মুত্তাকীন।
সন্তান ভালোবাসায় বুক কাঁপে নিষ্ঠাবানের
এরকম কী পরীক্ষা আমার!
চোখবোজা ছেলে ভালোবাসার ঋণ শোধ করবে তরবারির নীচে।
পাশে জমজমের করুণা, বাতাসের শ্বাস
বাবা তরবারি চালাও—তুমি তো মুত্তাকীন।
মুখ থেকে সরে যায় পিতার মুখোশ
শক্ত চোয়াল, নত হয়ে যাওয়া পাহাড়ের দেশ
বেরিয়ে আসে নবি পয়গম্বর:
সকল ভালোবাসা নেবে শুধু একজন
ছড়িয়ে আছে শাদা মেঘে আসমানে সবখানে।

গড়িয়ে পড়ে লালরক্ত
পুত্র যদি নাইবা হয়—তাওতো রুধির।
এক বাকহারা মাঠবন্ধু প্রাণ দেয় গোপনে!
কোরবানি শেখায় ইব্রাহিম জনসাধারণে।

পানি পাহারাদার

পানি পাহারাদারের কাছে থেমে যায়
চিনেবাদামের সংসার।
মানুষের ছায়াঝিনুক গড়িয়ে পড়ে কথাবাণিজ্যে-
লুকিয়ে থাকা টায়ারের কালোয়
বুকের আদিম, ভ্রমণের জাদু।
পাশে গোল মাঠে ছেলেদের ঘোড়ার রেস
লালনীল বেলুন হয়ে উড়ছে
স্বর্নকেশী যুবতীদের ভবিষ্যৎ।
যত গতি তত প্রাণচেতনা মাঠ পেরিয়ে
গোল চাকার ঘূর্ণি ধরে বননিবাসে নামছে।

একদিন পানির সহজলভ্যতা আশা হয়ে
সাজানো মিনার, আকাশের পেট ভেদ করে যায়।
কলহনির্ভর শিশুরা এর ওর ন্যাংটো শরীর দেখে
ভাবছে একদিন সাঁতার কেটে পার হয়ে যাবে
লালদালান শূন্য হাড়ি, আগুনের পাহাড়।
আর অপেক্ষমাণ অতিথিরা টেন্টের ভেতর ঢুকে
নদী পারাপারের গল্প করছে, সীমানা মাপছে।
দেখছে পানি হরণের ভেতর মিশে আছে
ভ্রাতৃবধের প্রথম সূত্র।

শিমার

ছড়িয়ে পড়ছে গোষ্ঠীহিংসা, সিপাহিদের ঘোড়া। দুলছে কারো মন লুণ্ঠনের আশায়। মাঠে মাঠে দখলের খেলা, ভ্রাতৃবধের রক্ত। কলিজা চূর্ণ করার সম্মোহন শক্তি বধির ইস্পাতে। পাশে ছেলেমেয়েদের খেলনা পুতুল—রেহেলে গোলাপ পাতার গন্ধ।

আছে যে লোমশূন্য, স্মিত হেসে খঞ্জর চালায় ইমামের গলায়। ক্লান্ত জিহ্বার স্তর ক্লান্ত পিতামহের প্রিয় দৌহিত্র। 'জোরে চালাও জোরে' সহাস্যে অনুমোদন করে নিয়তির নির্দেশ—মনুষ্য জবাই।

অপেক্ষা করে যে দূরে, সর্বকালে সমস্ত সময়ে—তার চোখে ঝুলে সিংহাসনের মায়া। জান বাজি ধরে দৌড়ায় ভাড়াটে কাতেল। পূর্বে বা পশ্চিমে, বাড়ির পাশে ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকে বন্ধুবেশে বিছানার পাশে, বঙ্গদেশে।

কে যায় মস্তক হাতে, অন্ধকারে ঘোড়া করে দূরে। চেনা জানা, কাছে থাকা অ্যাসাসিন, শিমার।

ভাষাগাছ

দৌড়ে আসছে কথাকাহিনি
বাতাসের ট্রাক ধরে
পরদেশে মাটির সরলতায়
বুনছে হাড় মাংস
নদীঋষি পাললিক।
হলুদ দালানের পাশ ঘেঁষে
ব্যাকইয়ার্ডের কালচে সবুজে
ময়না অধিগ্রহণ
ঘুরছে গাছের নিচে অ তে অজগর
আ তে আম জামলতা।

প্রতিহিংসা থাকে যদিও পাতার বিবরণে
তাকেও দিই ফেলে আসা কুয়োতলার জল।
ছোট মেয়েটা শপিং মলে যায়
আর সেই ফল বিনিময় করে-
একটি লাল বল কেনে।
জামার সবুজে ধরে আছে সে কোন ভাষা!

রাতভঙ্গি

জাদু জাদুবাস্তবের মাঠ
মাঠে মাঠে দেহমন পরধন
লুণ্ঠনের খেলা।
পাখিরব কিচিরমিচির বিছানার পাশে
যথা প্রিয় আবাসন শোষনের কাল।

সাপ জাতসাপ নেউলের চাঁদমারি
গুপ্ত অভিযান।
টেরাকোটা শবাসন ঘোড়াসন স্লাইডিং
শত যুগ নদনদী, জঙ্গল জংলার হাতছানি
জাতপাত জ্ঞানহীন এই আশা ভালোবাসা।

দুলে ওঠে দোলনার দেহ
ঘ্রাণে ঘ্রাণে প্রাণের সংগীতে
মাঠঘাট পথ প্রান্তরে পাহাড়ি ঘোড়াদের ধ্বনি।
পোশাকের স্তর খুলে অতিদেহ স্বাভাবিক
ধীরে ধীরে পাখ পাখনার গলিপথ পরিচয়
লাগে আগুনের মদিরতা
সমাধি প্রস্তুতি।

কালোচুল কালোমেঘ
আকাশের নীল ঘেঁষে পাজামা সবুজ
পথে পথে মধুদেশ শিকারসাধনা ঘন।
নিভে যায় বাতি
এই বুঝি আকাঙ্ক্ষা সত্য
আর দস্যু দিশাহারা।
শুধু এর ওর চরাচরে গ্রামঘর জনপদ
ঋষিধ্যান শস্যপাঠশালা ।

একদিন গাছবাসে নুয়ে পড়া ফুলে ফলে
ছেলেধরা মেয়েধরা অভিলাষ কৃষিকাজ।
ঘুমদেশে মৃতবেশে দেহমন
পরধন লুণ্ঠন নিষ্কৃতি।

বল

চীনা ছেলেমেয়েদের সাথে বল খেলছে আমার ছেলে
ময়দানের খোলা হাওয়ায় সাদাকালো ছেলেমেয়েরাও এগিয়ে আসছে
পাসিং ড্রিবলিং হেডিং দৌড় ঝাপ বল উড়ছে আকাশে বাতাসে
গোলকিপারের কান ঘেঁষে লাল বল শাদা হাঁস প্রজাপতি প্রশিক্ষণরত
বোমারু বিমান ছুটে যাচ্ছে দৌড়াচ্ছে চীনা ছেলে বাঙাল ছেলে সবুজ ঘাসে
দ্রুতগামী চিতার পায়ে

বাঙাল ছেলে বল মারছে—বল উড়তে উড়তে আকাশে আকাশে
ভূমণ্ডল ত্রিসীমানা ভেঙে হাঁটুজল লাঙ্গল জোয়াল
রোগা পাতলা গাভিদল ছাড়িয়ে ধূলিবালি খড়কুটো কাকতাড়ুয়া
ফসলের সমতল যেখানে মাটি ভেঙে দিচ্ছে মহিষের দল
রোদে কাঁথা ছড়াচ্ছে মায়েদের দল সেখানে গোত্তা মেরে
খড়ের মাচানে শোঁ শোঁ করে নামছে

উঠোনের মাঝখানটায় দাঁড়ানো এক বাঙাল বাবা
ম্রিয়মাণ বলদের খুরশক্তি পরীক্ষা করে দেখছিল
হঠাৎ করে আকাশ থেকে নেমে আসা ভালোবাসা লাল বল
লুফে নিলো অনায়াসে—ঘপ্পাস

রিস্টওয়াচ

নিরাকারের বেদনা থেকে আঙুর ফলের স্বাদ
স্বপ্নতাড়িত প্রজনন শুয়োরের খামার
এইসব মহারাস্তার চক্র অন্ধকার
গোধূলিকালের জ্ঞান হয়ে পায়ের কাছে নামছে ।
হলুদ ফসলের ক্ষেত
অড়হর এসব গুটিপোকা
আকাশ ভেদ করে উড়ে যায় মেঘসামাজিকতায়।
আর গোলাপের পাতায়—
জমে থাকা মানুষের রক্তখণ্ড জানে
বিছানার পাশে থাকে ধু-ধু মনোবীজ, অবহেলা।

লেপ্টে থাকা পার্শ্ববর্তিনীর রূপছায়া গলে পড়ে দেহসাপে
ঠান্ডা কোমল প্রণয়কাতরতা নিরাকারের অন্তর্দাহ হয়ে
মিশে যায় আলিঙ্গন ব্যবস্থায়।
কূল হারানোর দৃশ্য আজো দোলা দেয়
নাস্তার টেবিলে রুটির ভালোবাসায় ।
পর্বতের জয়শিখায় উড়ে যাওয়া
বালিহাঁসের স্মৃতি পাতাভরা সিমেট্রি—
একটি ভাষাইশারা হয়ে তলিয়ে যায়
হাতে ধরা চোখবোজা রিস্টওয়াচে।

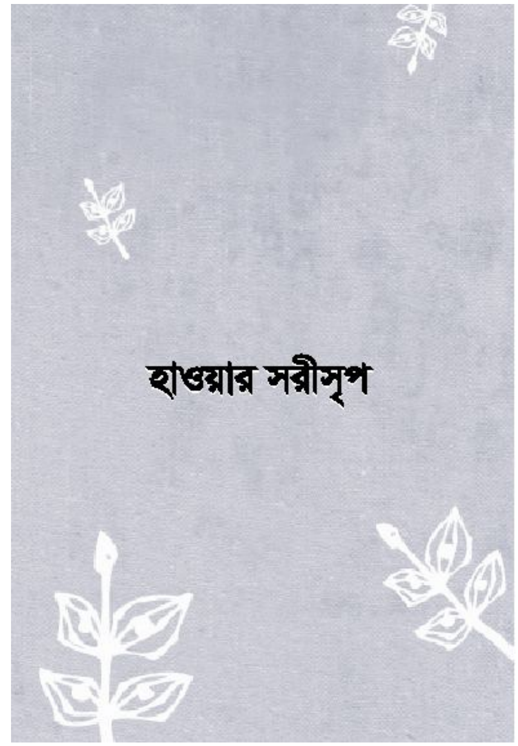

স্নোয়ী মাউন্টেনের কাছে

তুষার প্রপাত দেখে দেখে শুধু কবিতাই করবো, তোমাকে বলি।
শাদা পাহাড়ের নিম্নদেশে সীতাহার দুলদুল ঘোড়া যাই উড়ে আসুক
তোমাকে বলি।

লাল অ্যাপ্রোনের গার্ড আপনার হাতেও বিদেশি সভ্যতার ছলাকলা তাড়াহুড়া। যাই যাই করছে উটপাখি বিড়াল। বাস থেকে নেমে পড়া মেয়েটার শরীরে সোনালি কবুতর। আমি গমদানা খুঁজে খুঁজে হয়রান। এই জাতীয় হরেক রকমের মিলনমেলাতে স্তন ধরে বাঘ হওয়ার বাসনা থাকে মানুষের!

নীল ঘাসে অতিথিরা বসে থাকে। এমন সকালবেলা নাস্তার টেবিলে যেন পৃথিবীর দেহে কোনোদিন মানুষই উঠেনি! তার আমপড়া জামপড়া স্মৃতি তরল মদের সাথে তুল্য। আমাদের সব আলোচনা শেষে হয় দলহারা এই বুনো হরিণের পথজ্ঞান দেখে। তুমি যেই পথে থাকো তাকে তুষার প্রপাতের সাথে মেশানো যায় না। হাত ধরে অতিদূরে গাড়ি করে যাবে কালোমহিষের পালকেরা।

টাওয়ার

ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এসেছি
লিফটবোররাক ধরে শূন্যের দখলে!
সাঁই সাঁই আকাশদালানে পারত্রিক রঁদেভু
মাছচলন শেখে সেয়ানা মন
হাতের নিচে জন্মায় কানকো
শিকারিজঙ্গল!
নিচে ছায়াখেলা বিস্তৃত গোলামধারা
ছোটগোল ব্যক্তিবসতি পাতাঝরা
ক্রমশ বালিকণা দুধগুঁড়োর শাদা।
ফুটছে নিয়ন্ত্রণহীন ক্যালাইডোস্কোপ
একটি বাঘের জামা ঢুকে পড়ছে
একলা বনসুড়ঙ্গে
মনযাদুকর এই ভোরবেলা।

ডানা প্রসারিত হাওয়াসমুদ্রে
সীমানার বাইরে বাঘের চেয়েও বড় কলিজা!
উড়ছে মাথা আর হাড়ের বরফ
পকেটের ডানপাশে হিম বল্কলে
তুমিহীনতা শূন্যস্থান...
উড়ে উড়ে যাই সাধক
আকাশে বানাই শূন্যের মাজার।

মিউজিক পার্টি

জামানীল অভিসার ঘোড়াবাতাসের জান
শঙ্খশাদা ভায়োলিন পাগল বনপাতা গন্ধ
জমে বাল্যকাহিনি প্রীতিমৌসুমের ঘ্রাণ।
ঠোঁট থেকে গলে পড়ছে শ্রাবনের ফুল
পাখিউড়াল।

বেশভূষা সরিয়ে উত্থানপতন শীতশোভা নাচ
গ্রামে পৌঁছে মাঝরাতের ট্রেন। চিঠি আনি
হারানো দিনগুলো কবরের খিলান।
জাত থেকে জাতে টেন্টের নিচে
ধোঁয়াকুয়াশা মুখগুলো চেনাজানা মনোরম
শয়তান!

ঘুরে ফিরে ছবি দেখি
এই মিলনবিস্তার এই রাজসখ্যতা
কতো মানে ধরে রাখে মুখচোরার অহিংস হৃদয়ে!
দূরে থাকার সম্মেলনে গরু-গাভিদের খেলা
আকাশ ধরে নামছে সব ভালো করার
যমদূত।

ব্রিজের ওপরে

আকাশ ভেদ করে আসবে ঠিকানা
যে ওড়ে ব্রিজ ধরে আকাশে আকাশে
ঘুমিয়ে পড়া বেলফুল মেয়েদের স্মরণে
তার গাড়িতেও ঝড়বাদল শীৎকার
নিশ্বাসের ঝরনা।

নিচে ভরদুপুরেও শান্তমাঠ কয়েদি ঘোড়া
হাতছাড়া ছেলেদের শাদা গাভিজননী
বাচ্চার ভবিষ্যৎ দেখছে ঘাসের মাহাত্ম্যে।
দলবল বাঁশিসহ আসে যদি
ভাইরাখাল পথহারাদের বেশে।

প্রয়োজনে চিঠি লিখি দূর ডাকযোগে
ইথারে ভাসমান হাওয়ার কাফেলায়
কেউ যদি করে অবহেলা।
যে নৌকা প্লাইস্তসিন যুগের
তাতেও বৈঠা লাগে
ইঞ্জিন ছাড়া সে চলে ব্রিজের নিচে
মেঘনার জলে মৎস্যজনতায়।

ছাতার নিচে ১

হাত ধরে আছি বাঁশপাতা কাপড়ের গম্বুজে
দুম করে ঢুকে যাচ্ছে জলমর্মর পিচ্ছিল মাটিদেশ
নামছে মেঘপতনের আলো আকাশের বিস্ময়!
গুঁড়ি গুঁড়ি এই প্রীতিখণ্ড
বাতাস ধরে উঠছে কোন হিমালয়ে!

কালো মহিষের বেশে দৌড়াচ্ছে মানুষের ছায়া
পেছনে জড়ানো এই গ্রামদেশ কার বার্তা পাঠায়
কাকে জানায় অপহরণের লাল?
নির্বিবাদী জলআক্রমণে শেষ হয় পাথরকুড়ানোর আশা
আর দূরে যাওয়ার যাতনা গলে যায়
এই ব্যাকুল মহিলার মৌসুমে।
নুয়ে আছি ছেলেদের লালবলে
ভিজে যাওয়া গোলপোস্ট ধু-ধু মাঠে
নিজেকে হারাই গোলাকার নিরাকার কক্ষপথে।

ছাতার নিচে ২

ভাষার গাছ ছোট হয়ে যায়
শরীরে জমে জলপাখি মেঘের পিঞ্জর।
আসে প্রস্তরযুগ শিকারির ইশারা
দখল করছে কেউ
এই ব্রিজ পারাপার সন্ধ্যার সংসার।

তরল পতনে নিজের পায়ে দাঁড়ানো দায়!
ধান দূর্বা ধূলি যাই দিই
আজ শুধু বিবতর্নের প্রাণ ছাড়া কিছুই নাই।
যদি সংশয়ে থাকো
তাহলে ছাতার ভেতরে আসো,
দেখে যাও নীলসবুজ সময়ের কামিজে
নীড়হারাদের ঠিকানা।

প্রতীক্ষার পালন শেষে জেগে উঠেছে মুহূর্ত
বৃষ্টি বৃষ্টি শাদা সন্ত পায়রার দল দেবদূত
উড়ছে বাসস্টপ রেলের কামরায়।
নিহত সিপাহিদের দল
কালো কাপড়ে ঢেকে যায় রক্তপিপাসা।

মঞ্চ

পোশাকের যাদু ধরে উঠে আসছে ছায়া
উড়ছে হাওয়া পাতার প্রপেলার
সকালের জলপ্রপাত কোন ভাষায়
করে মৃদু আলিঙ্গন।
ডানা মেলে ছেলেমেয়েরা নামছে
আর ঝাপটে ধরছে আলোধারার পতঙ্গ।
খালি বুক খোলা চুল
সংঘ আর নিতম্বে
উড়ে চলা সার্কাসের গতি
নেমে পড়ছে তন্দ্রপ্রবণতা নিখিল অসীমে।

এই শীত সকালের মঞ্চেও
ফলে যাওয়া ভবিষ্যৎ
শরীর ছেড়ে শূন্য শূন্যতায়
অচেনা ছায়ায় দেহ গ্রহণের অংশ।
যে নামে নৃত্যশিল্পে রূপের আদিমে
তার চুলে বাসা বাঁধে কোন মৃত্যুহীন পাখি!

কাঠবিড়ালির পা

বালি আর চাঁদেপোড়া বাকলে পুরনো রূপের শ্রীহীনতায়
নির্ভয়ে অকতারে লুকিয়ে পানি ঝাড়ার মতো ফাঁকা পেটের নিচে
এই ভারি পানির ট্যাঙ্কি হালকা করার মতো বিস্ময়কর এক অজানা দ্যুতি
ভর করে পাস্থজন পথিকে। সবাইকে পাশ ফেলে ঘনায়মান সবুজের অঞ্চলে
আক্রমণ উপস্থিতিপ্রিয়তা।

এই স্বভাবের বাইরের কেউ পা ছড়িয়ে বসে আছে ভূমি দখলের মতো।
মিটিমিটি চাইছে চোখবোজা তারাদের সঙ্গী সেজে।
যেন অচেনায় ঘটে কত বন্ধুত্ব! আর শিশু ছুটছে জন্মান্ধ মায়ের দিকে
একটি রুটির থালায় ভেসে যাচ্ছে ছেলেবেলার মানঘড়ি, স্কুল হাজিরার খাতা।

বিস্ময়কর গোপনে পানি ঢালার মতো অন্ধকারে
যখন কোনো মানুষ দেখছে না।

গাছেধরা সবুজ

গাছেধরা সবুজ আমাদের অপহরণ করো
হাত বেঁধে নিয়ে যাও কুয়াশালাগা সকালে
পেঁপেপাতার শৈশবে।
আসো বদল করি এই মাটিনেশা ক্লরোফিল
আর ভেসে থাকার অধিকার দিই পদ্মপাতাজলে।

মাঠে মাঠে সবুজ—যুদ্ধ শেষে সারি সারি ঠিকানা
মেয়েদের জামা সেজে বসে আছো নীড়হারাদের দেশে
ভুলে যাই সংঘবদ্ধ যাদুকর—রাস্তায় তরবারি খেলা।
যে গাঢ় আমপাতা আয়ু পাঠায় মরুপথে
তার বুকেও থাকে কবুতরের ধারণা।
মেঘ মেরে চলে যাওয়া এসব আকাশের বোন
ঘুমিয়ে পড়ে কোন পরদেশ সবুজে।
পত্র দিলে অনুগ্রহপূর্বক উত্তর দাও
কবরের বাইরে ঘাসপ্রাণ সবুজে।

না-জন্মানো সন্তানকে

আছিস কি গ্যাসযান মায়ার বোতলে
নাকি ফাইবার গ্লাসে, কোনো স্পেস স্টেশনে।
ঘুমিয়ে আছিস তুই ইস্পাতের কোলাহলে
নাকি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
মাতৃমঙ্গলে, কাঠের সাম্পানে ইচ্ছামৃত্যু তোর!

বনভোজনের বাতাসে
পার্কের ময়দানে তোকে খুব পড়ছে মনে।
পুড়ছে ভেড়ার মাংস পুড়ছে মহিষের হাড়
মৃদু যবনিকা দুধের কারুকাজ
অপেক্ষা করছিস কখন আসে বাবা
অথবা কখন আসে শাদা ফারিস্তা।

ডেকে তুলবো নাকি হয়নি সময়
নাকি সময় ধারণা নেই তোর কোনো।
না দেখার ভার
তোর না জন্মানোর সাধ কীভাবে সমাধা হয়
অথবা কীভাবে ইতি টানি এই রক্তটান!

স্বপ্ন

বিস্মরণার নাম ধরে নামছি বাড়ি
ভেসে আসা নৌকা গলুইর কাঁধে
প্রভেদহীন যমুনা।
ডুবো মাথা ডুবো দেহ
মন বাউ মারে কোন হারানো পাতালে।
কাঠের বিছানা খুলে পেয়েছি সন্ন্যাস
এই ভুলে থাকা এই পরনিবাস
আজো দেশ খুলে দ্যায় ঘুমের গৌরবে।

যে শ্রম বিনিময় করে আনছি তন্দ্রা
ওমের আশ্রয়—সেখানেও ঝুলে পড়ে
মানুষের প্রাণঢেউ। দূরে চলে যায় দূর
পার্থক্যপ্রবণতা।
দৌড়ে আসছে বালকের বিস্ময়
ধুলোর এই বায়স্কোপে কারা কথা কয়!
কারা কাগজের মানুষে দেয়
কাছে থাকার কথকতা।
আর নিদ্রাহীনতার রাতের শরীরে
খুন ঢেলে দিচ্ছে কেউ চাঁদের মগে।

চাদরাশ্রয়ী নিঃস্ব ১

চাদর-আবাসে ঢুকে যায় মানুষের আশ্রয়
শীতচাপা নিশ্বাস হিমহাড়ে আগুনবন্দনা
থামে নিরাশ্রয়ীর সিগারেটের দমকল।
কোথায় যায় রৌদ্রবাজার দিনগুলি
কোন মেঘে আটকালো ছেলেদের বল।
সনাতনী ঘরানা জ্ঞানবাজি শয়তানি
করি বিসর্জন।

যারা আসে তারা পায় লালরুটি চায়ের প্রস্তাব
দুলছে মে-ফেয়ার জাহাজের মাস্তুল
আলোসিঙ্কের ডুবসাঁতার মানুষের গাছগ্রাম।
ভাব দেবো কি দেবো না ভাবছি দু পা গুটিয়ে
যদি কোনো দীক্ষা আসে
মৌন চাদরে বিদিশার দর্শনে!
চাদরের ভেতরে শেষ—সময়ের স্বৈরাচার
সংঘচুরি সীমানা দখল ভাষার ব্যবহার।

চাদরাশ্রয়ী নিঃস্ব ২

তন্দ্রাপ্রবণতা কেটে যায় ঐশী আলোয়
খুলছে কলবের দরোজা রাত তিনটায়।
যে থাকে ঘুমে চাদরের ভেতর
তার প্রাণদেশ ভরে যায় মরুবিজয়ীর বেশে ।
আসছে মেয়েরা পাজামা খুলে
তাদের বংশ জুড়ে শ্রী চৈতন্যের জয়।

পক্ষপাতদুষ্ট মন—ফলে আছে সুতোর নিচে
বিভোর যতনে আদিভ্রমণশালায়
বাকহারাদের বর্ম হয়ে আসে মিহিসরলতায়
ব্রাত্যকাহিনি বাদ দিয়েছি সিঙ্কের মনোরমে।

চাদরের ভেতরে জলস্পর্শ নদী উপস্থাপন
দরোজা খুলে এসেছে যে ভাবসত্য
প্রাণপ্রাচীনতায়—তার হাত ধরে জাগে জাগরণ।
যদি আর ওঠাবসা নাই হয়—
তাও চলে গাড়ি গাড়িয়াল সুড়ঙ্গের পথে।

গাড়ি

বন্ধন মুক্ত করে দেবে চাকার জলচল
লুকানো ইঞ্জিনের বেশে—হাওয়াবাতাসের মনোসরণি
ভাঙছে পারের সীমানা দালানের পায়চারি।
ভেতরে সবুজ শেমিজে বেড়ালকাতরতা
যোগাযোগের ই-ভাষা নিয়ে আসছে
আদিমের আগুন দেহপ্রপঞ্চে।

এই কাছে থাকার দেশেও অপেক্ষা করি
পিচ রাস্তায় জন্মায় কুহকের ডাকঘর!
যদি তুমি গোপন ধরে আসো—কীভাবে জানি!
পথে পথে সেই নিরাকার
আকার নিরুদ্দেশের ভাষা
সময় ছেড়ে দিয়ে আর এক সময়ে।
আবার অন্য ব্রিজ এসে জোড়া দিচ্ছে
ভেঙে যাওয়া দেহমনের অংশ।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাবে
চোখ ধরার কৌশল বনভোজনে।

গাড়ির পাশে

শীত সকালেও মাঠে ময়দানে জাতভাই বৃষ্টি
বাঙালির দেশে
পরদেশে বান্ধবের ঠিকানায়।
দৌড়ে আসছে ঝিমছাতা জামার পড়ুয়া
যেমন একদিন কুড়িয়ে এনেছি
বাড়ির উঠোনে
খোলা মেঘে মেয়েদের চুলে ছাতিম পাতায়।
যখন মা-গাছ সারা পাড়াটায়
সজনেচাষে প্রিয় সন্তানে
তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে মেঘের গন্ধে সকালে
টিনের চালে
পৃথিবী বাজানোর নৃত্য আয়োজনে।

সময়কে ঘোড়া হাঁকানোর মতো কঠিন জেনেও
সহস্র সাকোঁ অতিক্রম ভেবে
নামিয়ে আনবো গাড়ির পাশে
ঝরে পড়া আমপাতার পাশে একান্ত পাশের বাড়ি।
এমন দিন কবে আসে-
টেবিলে চেয়ারে মুখোশের দুর্দিনে
ছেলেদের গোডাউনে টাপুর টুপুর জলদস্যু ।

পঙ্‌ক্তির আগুন

পোড়াদাগ মুখ ও বুকের মাঝখানে
ঋষিসম শালীনতা গৃহ আর গৌরবে
ভেতরে বসে থাকে মৃত্তিকাভরসা।
জন্মে মাঠ থেকে মাঠে ঘাসমাটি
কলসের কৌলিন্যে-স্নেহপরমায়ুধারা।

যে থাকে ভাবনার ব্যাসে নিরাকারে
বাতাস আকারে—
তার রক্ত প্রবাহিত পঙ্‌ক্তি বাক্য
শব্দ সীমাহীন, শূন্য শূন্যতায়।
আবার সীমান্ত অতিক্রম করে আকাশে মুক্তি
ব্যয়ভার মিটিয়ে উড়ালে উন্নতি।

যেমন একদিন দুপায়ের মাঝখানে ছন্দলতা
আনন্দব্যথা জন্মের দরোজা শিশু
সেই ছন্দ তাল লয় প্রার্থনা বিহ্বলতা
পাখি হয়ে পড়ে যায় বিছানার পাশে
সময় আর সমর আয়োজনে।

মাছধরা

মাছের মৃত্যুবরণ যারা দেখতে আসে তাদের ছদ্মবেশ
তাদের লালসবুজ জামা তাদের মায়াভরা নিশাচর ভঙ্গি
গাছগাছালি বাতাসের দেশপ্রদেশে ঘাতকের আবরণ
সন্ধ্যার আগুনে প্রীতমুখ তাদের মাছের ভবিষ্যৎ হরণ।

আধার ফেলে জলকেলি ভালোবেসে মাছডাকাডাকি
আশেপাশে বউবাচ্চা ছেলেমেয়েদের দোলনা সি-সো স্লাইডিং
বাড়িঘর শপিংমল সবকিছু একাকার এই মাছ অভিযান।
বিছানাবালিশ স্ত্রী আর সন্তানের পাশে দুলে সুইমিংপুল
কতো আবেশ দেশ মহাদেশ তার মনোরম মাছ দেখা
আর অপেক্ষা অপেক্ষা শিকারি ঋষিবেশ।

মাছের মৃত্যুবরণ যারা দেখতে আসে তাদের ছদ্মবেশ
জলপাখিদের সাঁতারহরণ তারা জানে গ্যাসচুল্লির গেরিলা আক্রমণ
আগুনের ভাঁজে ভাঁজে প্রিয় হাসি প্রিয় চুল আহা মাছের মরণ।
এরকম স্টিলের হারপুন ব্যবহারে
মাংস কলিজা গেঁথে গেঁথে সূর্যাস্ত সন্ধ্যায়
লং হলিডের মোড়কে যারা মাছ ধরে ধরতে আসে তাদের দৌড়ঝাঁপ
তাদের শিশুপ্রীতি, দুধ পরিবেশন আশা ভালোবাসা সাধনা
তাদের পথচারি বেশ মাছ আহারের পাশে সংগমলীলা ছদ্মবেশ।

ময়ূর

পাখা মেলে ধরছে আদিম
লালসবুজ যৌথকর্মে দেশ হারানোর বাজি।
ঘটছে কায়া আর ছায়ার বদল
চিড়িয়াখানার পাশে মাদার গাছটার কাছে
নিষ্ঠাপরায়ণতার সময়ে
কার মনোবাসনা পূর্ণ হয় রূপের লীলাকাশে।

অতিজীবিতায় প্রাণ জ্বলে ওঠে শিশুদের মঞ্চে
ব্যাড়ি বাড়ি যাবে এই মুগ্ধতা
এই ভুলে যাওয়া প্রতিহিংসার গল্প
সকালের রেল ঘেঁষে আসবে গ্রামে
শৈশবের কানে লাগা কলের গানে।
অন্ধকারে যে বাতি নেভায়—সে দেখছে
শাড়ির নিচে জ্বলে কোন ময়ূরছলনা।

সম্পর্ক

হাতের গরম ধরে নামছে আমপাতা
গাড়িয়ালের গাড়ি
পথে পথে ও কি গাড়িয়াল..
দেশ পরদেশের সংগীত।
খুলছে আসমানের গম্বুজ
দরবেশের পাহারা
নাম নাই বালা নাই শুধু মিলনের কর্পূর।
এই গলন গলেপড়া রোদের ইশারা
সরে জল পড়ে জল
নৌকায় শুয়ে আকাশের ছাউনি
কাছে থাকো দূরে থাকো
মানি মানি না দালানের দলসুর।

এই শ্রেণি শ্রেণিজাত পরজাতের গুলমূল
তুমি আমি পায়ে ঠেলে ফুল লিখি
রক্ত সীমানায়।
একটি পাখি ধরার ভাষাও ভিন্ন
তবুও পাতা লিখে সাঁকো করা যায়
দুম দুম হাতি এসে ভেঙে দেয়
সিপাহির হাতিয়ার
আদি থেকে অন্তে দৌড়ে আসছে মেহনতি।

প্যাপিরাস

খোলা খাতাটা প্যাপিরাস যুদ্ধ যুদ্ধ মাঠ
আঁকা বাড়িটার উড়ছে চুল বাতাসের ঝাপটায়।
ছবির তরবারি হাতে ত্যাগী সিপাহসালার
লড়ছে ইতিহাসের ঘোড়া
লাল জামা পাজামা খোলা
তেপান্তর পেরিয়ে আসছে গোর্খাবাহিনী।

পাতায় শূন্যতা—
গরম পড়ছে বাঘের শরীরে
চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয় মুখ ছড়িয়ে
ডাকে কাছে লোম ও নখরে
তাই শিকার করি লেখার কায়দায়
রাগ ভেঙে ভরে দিই গাছ আর শিকড়ে।

সবকিছু ছেড়ে বসে যাই ফকির হওয়ার খেলায়
হারাই বংশপদবি দেশঠিকানা
নির্মাণ করি আহারে অনাহারে এই কবিতা
যাকে ঘুমের নিচে জন্ম হতে দেখেছে কেউ
ধুলোমঞ্চ ছেড়ে সর্পসুড়ঙ্গে ।
খোলা খাতাটা প্যাপিরাস যুদ্ধ যুদ্ধমাঠ
শূন্যতা না হয় আক্রমণ
ভরে দিই ঘাসমাটি সময়সন্তানে।

শাদা কাগজ

যুদ্ধাভিযান থেকে চলে এসেছি
ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া চলছে
কলঙ্কিত ভ্রাতৃমুখ পুড়ছে ভূমিদখলের আগুনে।

পায়ের কাছে লাশ মারানোর দূর্বা রক্তকেশ
সামনে শাদা পরিখা নিরাকার সাম্পান
উঠছে নামছে কলমের ভঙ্গি।
পাহাড়ের মৃত্যুপথ আর জঙ্গলের স্মৃতি পেরিয়ে
তোমার কাছে শান্তি চাইছি-
সকল ভ্রমণ শেষে শরীর সঞ্চালন শেষে
একবিন্দু সৃষ্টিস্বেদ ঝরে পড়ুক শাদা বালিতে।

লাল বিল্ডিং

লালের সাথে মিশে যায় লাল
যারা পা খুলে ঘুমোয়
ঝিক ঝিক ট্রেন
বাজে হাড়ের বেহালা
মন নেশায় কাতর।
মধু লাগছে দূর—জানলা ধরে সবুজ খাই
যারা চড়ে ইস্পাতের বাক্সে-
পালাবদলে যায়
বদল করে ঘরে ফেরার ঠিকানা বদমাশ।
খায় লালবাতি ঘামগন্ধ চোখের ব্যবহার
কতো পরিবহনশান্তি হাতে পায়ে ফলে
ধানদূর্বা ঘাস-
শাদাকালো ধূসর পায়রা
এই লাল পরিবেশনে।

এই ম্যাজিকজানালা
এই গলে পড়া বরফ খুলছে
মেঘের ভবিষ্যৎ—ছায়ামেয়ে বিদ্যুৎ জড়োকা।
কারা খেলছে গোল্লাছুট
কারা শিকারী পুতুলধ্বংসের!
শুধুই গল্প করি চলমান বাছুরের—মা গাভির
প্রাণ বেয়ে চলেছে দেহ
প্রীতিবাক্স কমলাপুর।

ছায়া

ছায়ার ভেতর ছেলেরা দিকবদলের ছায়ায়
ঘুড়ি টানছে রোদমাখা পাজামা সুতোয়
আকাশের এই শূন্যতা ভরে দেয় আশামৌমাছি।
ওপারে মেয়েরা ছেলেদের কী জানি!
চুপিসারে বোতাম করছে সহজ
ছাদের আগুন মিশবে জলদস্যুতায়।

আরো গোল হয়ে পড়ছে ছায়াপ্রাচীনতা নতুনে
আরো হাড় ভাঙা অ্যামিবা কাঠামোয়
গড়াতে গড়াতে নদী গ্লেসিয়ারের যুগ।
পোশাক বদল করে সূর্যমুখী থেকে চন্দ্রমুখী
বোররাক ধরে বাতাস বালুচরের ছায়ায়।
মাটি মাংস ঊর্বরতায় গেঁথে
ছায়াহীন আরো নিঃসংশয়ে ভাষাহীন
প্রভেদহীন রোদের খিলান ধরে
নীলপ্রাণ কথা বানানোর ধ্বনিছায়ায়।

রিকশা

খুলছে বুকের দরোজা সকালের হাওয়া পাঁজরে এসে লাগছে
গুনগুন ফকিরকাণ্ডারি কোলে ধরছে পথিক ও প্রতিমা
শূন্য হয়ে আছি ফলে আছি দৃশ্য আর দৃশ্যান্তরের পাতালে
লালনীল গন্ধসেবা মানপরিচয় মেলে ধরছে হারিয়ে যাওয়া
গরিমা। আকাশ ধরে আনছে নতুন জন্মবার্তা আনছে মেঘ
ছাতালাগা নীল ঘাগড়ি পিপুলে।

বাঁশি বাজছে পার করে দিচ্ছে সাঁকো—নৌকা ছিটকে আসছে
পার ধরে রাতের এই প্রহরীমেলায়। আহা দৌড়ে আসছে জয়ধ্বনি
ধরছে রাস্তার অতিথি ধূলো ধুলির মরু—শান্ত বালি ধরে
এই তিন চাকা এই নিঃস্ব সেনার বিহ্বল ত্রিশঙ্কু। সামনে নামছে
সামনে আলো ধরে আসছে ডানা মেলে ধরছে বিদেশি পাখি।

লাল বাসের শত্রু অবহেলা ছেড়ে উঠে পড়ছে শীতের মুকুলে
কারা চুরি করে ধরছে সূর্যের ধনুক বাঁকা হয়ে ঢুকে পড়ছে
এই ধানকল মাড়িয়ে মেয়েদের শরীরে সবুজ কামিজে।
হুড ফেলে বসে থাকি কাল কালান্তরে এই অযোনিভ্রমণে
এই হাওয়াবকুলে পাতা সবুজে—মা সংগীতে ঘর শেফালি ফুটছে
খুলছে বন্ধ—অন্ধ দরোজা ঠেলে কে ধরছে—বাতাস লাগছে পাঁজরে।

দা রুম গেম

রুমে যে দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষা করে দেখছে রক্তের ওঠানামা দেখছে গলে পড়ছে দেয়ালঘড়ি আগমনকারীর শরীর গলা বক্ষদেশ ঘোড়দৌড়ের প্রান্তর। তার শিকার ভঙ্গি তার শরীরে সাপ সাপের ছোবল চিরকুমার অভিশপ্ত কাল তার অপেক্ষার মরণ।

রুমে যে ঢুকে যাচ্ছে যে দেখছে দরোজায় ঝুলে পড়া চাঁদ ঘোড়ার আগমন বাতাসে যোনিনেশা নুয়ে পড়া বেড়ালের স্তর মাছকাটা মানুষের ঘর। তার বুকের কাছে জঙ্গলের বাঁশি ছিটকে পড়া হৃদয়ের আওয়াজ তার রূপসিবাঘিনী অনুভব।

রুমে যারা শুয়ে আছে যারা এর ওর স্মৃতিনিষ্ঠ জাতিস্মর যারা দেখছে আগুনের লালা শুষে নিচ্ছে এর ওর ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে উঠছে নামছে যাদের সুখদুখ বেদনা নিয়তির খেলাঘর তাদের আক্রমণ ভূমিকা শিরশির নির্যাতন তাদের ফিরে পাওয়া জীবন সন্তানের মৃত্যু ভবিষ্যৎ।

হাওয়ার সরীসৃপ

বুকেপিঠে নামছে আর হামলে ধরছে মাথা
হিস হিস উড়ালে যুবনেশা গর্ত রতিআকর্ষণ।
গড়িয়ে আসছে হিম-ঠান্ডা পাতালের দান
ঝিম ত্বকের নিচে সৌরদৌড়—নীহারিকা।

যে ভাসে গোপনে রক্তঘাস দূর্বাসবুজে
সেই বোঝে এই হাওয়াভাষা ইডেন।
নাই দাঁত বিষকাজ এমন আলাভোলা পারত্রিক ঠোঁটে
চেপে ধরছে বুকের আপেলখনি।
সন্ধ্যাঘোরে নামছি চেনাজানা জনপ্রয়োজনে
পুলসিরাত পার হয়ে ধরছি আগুনের কৌশল।

পোড়ানোর আগুন এই দোযখের ছাইভস্ম জন্ম
ধরে আছো তুমি ঘরে অন্ধকারে—গুলির ভাষায়।
শুধু পারের ঠিকানা খুলে আসছে হিস হিস বন্ধু
আমি মাথায় নিই জিভে চাখি এই হাওয়া

হাওয়ার সরীসৃপ।